দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 2 APR 2013 ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৪...

প্রকৌশল দপ্তরের নজিরবিহীন অবহেলা

বিদ্যুৎ-পানি সমস্যায় বিপর্যস্ত ঢাবি'র শিক্ষা কার্যক্রম

মোবারক হোসাইন : ঘন ঘন লোডশেডিং আর পানি সঙ্কটের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। ক্লাস নেয়া হয়ে পড়েছে দুরূহ ব্যাপার। দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ না থাকায় তীব্র গরমে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। নজিরবিহীনভাবে নিয়ম লঙ্ঘন করে কোন ধরনের নোটিশ ছাড়াই দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ থাকছে না। কিছু সময় বিদ্যুৎ থাকলেও ভোল্টেজ কম থাকায় তা দিয়ে কোন কাজ করা সম্ভব হয় না। ভবনগুলোতে থাকছে না পানি। ফলে প্রায় ২০ হাজার শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ক্রমেই সঙ্কটাপন্ন হচ্ছে। এছাড়া ক্লাস রুমে প্রজেক্টর ব্যবহার করতে না পারায় পাঠদানও সম্ভব হচ্ছে না। তবে এসব ঘটনা দেখভাল করার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল বিভাগের থাকলেও কার্যত বিভাগের প্রধানের চরম অবহেলা, দুর্নীতি আর পাশ কাটিয়ে যাওয়ার অভ্যাসের কারণে সমস্যা দিন দিন বেড়ে চলছে বলে জানা যায়।

জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, দুপুরে ১ ঘণ্টার বাইরে বিদ্যুৎ সমস্যা থাকার কথা নয়। এটি তদারকির দায়িত্ব প্রকৌশল দপ্তরের। সেখানকার দায়িত্বপ্রাপ্তরা ঘটনা ভালো বলতে পারবেন।

অভিযোগ উঠেছে, ব্যক্তিগত সুবিধা আদায়ে নিয়মিত তদবির আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে বিভিন্ন কনস্ট্রাকশন ফার্মের অবৈধ কার্যক্রমের তদারকি করেই সময় পার করছেন প্রকৌশল দপ্তরের প্রধান কয়েকজন কর্মকর্তা। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ভবনগুলোতে পানি-বিদ্যুৎ সমস্যাসহ বিভিন্ন অচলাবস্থা নিয়ে তদারকি ব্যাপারটা তাদের কাছে খুবই গৌণ হয়ে দাঁড়িয়েছে! এছাড়া এ সমস্যা উত্তরণের কোন উপায় খুঁজতে কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোন উদ্যোগ না নেয়ায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মাঝে দেখা দিয়েছে চরম ক্ষোভ ও হতাশা। দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক সঙ্কটের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোগত সমস্যার কারণে নিজেদের শিক্ষা কার্যক্রম কতটুকু এগিয়ে নিতে পারবেন এই অসহায় প্রশ্নটি এখন সকল শিক্ষার্থীর।

গতকাল (সোমবার) ঘুরে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন, সমাজিক বিজ্ঞান ভবনসহ প্রায় সবগুলো ভবনেই ছিল না পানি। প্রায় সারা দিন বিদ্যুৎ না থাকায় অনেক বিভাগে পূর্ব নির্ধারিত ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় নি। কারণ, বিভিন্ন বিভাগে প্রজেক্টর ছাড়া পাঠদান কার্যক্রম চালানো সম্ভব হয় না। এছাড়া অল্প কিছুক্ষণ বিদ্যুৎ থাকলেও ভোল্টেজ ছিল খুবই কম। ফলে শ্রেণীকক্ষের ভেতর তীব্র গরমের কারণে পাঠদান বেশি সময় চালানো সম্ভব হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন জ্যেষ্ঠ শিক্ষক এই প্রতিবেদককে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণত দুপুর ১টা থেকে ২টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ থাকে না। এর বাইরে কোন সময় অনিবার্য কারণে বিদ্যুৎ বন্ধ রাখার প্রয়োজন হলে তার জন্য প্রধান স্থানগুলোতে নোটিশ দিতে হয়। কিন্তু এখন নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে প্রায়ই বিদ্যুৎ থাকছেনা। পুরো ভবনজুড়ে থাকে না পানি। ফলে প্রায় ২০ হাজার শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে নিয়মিত দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের শিক্ষার্থী মুকিত বলেন, হরতাল, বিক্ষোভসহ নানা ধরনের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম প্রায়ই বন্ধ থাকে। এর ফলে আমাদের নির্ধারিত ক্লাসগুলো অনুষ্ঠিত হয় না। পানি-বিদ্যুৎ সমস্যা শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় জন্য প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ নতুন উপদ্রব হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অন্য এক শিক্ষার্থী জামাল উদ্দিন বলেন, এ সমস্যা নিরসনে কর্তৃপক্ষের কোন উদ্যোগ না দেখে আমরা চরম হতাশ হচ্ছি। এ সময় তিনি সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সচেতনতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা কন্সট্রাকশন ফার্মগুলোর সঙ্গে আঁতাত করে নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছেন প্রকৌশল দপ্তরের শীর্ষ একজন কর্মকর্তা। এছাড়া শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকলেও রাজনৈতিক বাহুবলে পাওয়া শীর্ষ পদটি টিকিয়ে রাখতে বেশিরভাগ সময়ই লবিং আর তদবিরে মেতে থাকেন ঐ শীর্ষ কর্মকর্তা। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক অবকাঠামো দেখভাল করার সময় পান না তিনি। সূত্র জানায়, নিয়ম নীতির থোরাই কেয়ার করে টিকে থাকা এ কর্মকর্তার নজিরবিহীন দুর্নীতির কারণে ইতোমধ্যে প্রকৌশল দপ্তরের কর্মকর্তাদের মাঝে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

বিদ্যুৎ ও পানি সমস্যা নিয়ে কথা বলতে ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী মফিজুল ইসলামকে বারবার ফোন করলেও তিনি রিসিভ করেননি।